কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 30 MAR 2017 ...
পৃষ্ঠা ২ ... কলাম ... ৫ ...

গতকাল জাতীয় শহীদ মিনারে শিক্ষক সমাবেশ করে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি। ছবি : কালের কণ্ঠ

স্বাশিপের ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের এক দফা দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের এক দফা দাবি জানিয়েছেন বেসরকারি শিক্ষকরা। প্রয়োজনে শর্ত সাপেক্ষে হলেও সরকারের কাছে এই দাবি জানান তাঁরা। গতকাল বুধবার রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদের (স্বাশিপ) ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এক সমাবেশে এ দাবি জানানো হয়।

স্বাশিপের সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ মো. শাহজাহান আলম সাজু বলেন, 'আমাদের শিক্ষকদের আর কোনো দাবি নাই। আমরা চাই দেশের সব শিক্ষাব্যবস্থা একযোগে জাতীয়করণ হোক। বেসরকারি শিক্ষকরাই শিক্ষাব্যবস্থা টিকিয়ে রেখেছে। অথচ তারাই অবহেলার শিকার। আশা করব, বর্তমান সরকার আমাদের এই দাবি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে এটি বাস্তবায়ন করবে।' বেসরকারি শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্টের এই সদস্যসচিব আরো বলেন, 'আমাদের সংগঠনে পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসকারী, নকলে সহায়তাকারী ও অসুদপায় অবলম্বনকারীদের প্রশ্রয় দেয় নাই। আমরা প্রশ্ন ফাঁসকারীদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলব। আমাদের শিক্ষক সংগঠনে কোনো অসৎ ব্যক্তির ঠাঁই হবে না।'

সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল মান্নান চৌধুরীর সভাপতিত্বে আরো বক্তব্য দেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইন, ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ প্রমুখ।

বৈশাখী ভাতা দাবি বেসরকারি শিক্ষকদের : সরকারি চাকরিজীবীদের মতো বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরাও উৎসব ভাতা হিসেবে বৈশাখী ভাতার দাবি জানিয়েছেন। গতকাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির এক সমাবেশে শিক্ষকরা এ দাবি জানান। একই সঙ্গে অবিলম্বে শিক্ষাব্যবস্থার জাতীয়করণ ও ৫ শতাংশ ইনক্রিমেন্টের দাবি জানানো হয় সমাবেশে।

সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম বলেন, 'সরকারি চাকরিজীবীদের মতো আমরাও নতুন বেতন স্কেল পেয়েছি। এখন তারা যদি বৈশাখী ভাতা পায় তাহলে আমরা পাব না কেন? তাই বৈশাখী ভাতা না পেলে আসন্ন পহেলা বৈশাখে কালো ব্যাজ ধারণ করবেন শিক্ষকরা।'

এ ছাড়াও আগামী জুনের মধ্যে দেশের সব মাধ্যমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ না হলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তালা ঝোলানোর হুমকি দিয়েছেন শিক্ষক নেতারা।